দৈনিক ইনকিলাব
JUL 25 2002
তারিখ ... পৃষ্ঠা ... কলাম ...

ইনকিলাব ঃ গতকাল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে পুলিশ ও ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে সংঘর্ষের চিত্র (১) প্রশাসনিক ভবনের সামনে পুলিশী হামলায় ছত্রভঙ্গ হচ্ছে ছাত্র-ছাত্রীরা (২) পুলিশের টিয়ার শেল নিক্ষেপে ছাত্রীরা দিশেহারা হয়ে ছুটছে (৩) ছাত্রীদের ওপর লাঠি হাতে উদ্যত পুলিশ (৪) হামলার প্রতিবাদে সাধারণ ছাত্র-ছাত্রীদের বিক্ষোভ মিছিল (৫) ছাত্রদল ও পুলিশের হামলার প্রতিবাদে ছাত্রলীগ নেতা-কর্মীদের মধুর কেন্টিনে ভাঙচুরের দৃশ্য (৬) আহত এক ছাত্রকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে (৭) বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি বাসে একটি বাম ছাত্র সংগঠনের কর্মীদের অগ্নিসংযোগ (৮) পুলিশের ওপর ছাত্রদের লাঠিসোঁটা নিক্ষেপ (৯) বিক্ষুব্ধ ছাত্ররা কয়েকটি গাড়ী ভাঙচুর করে

গভীর রাতে শামসুন্নাহার হলে ছাত্রীদের ওপর নজিরবিহীন পুলিশী হামলা

ঢাবি ক্যাম্পাসে ছাত্র-পুলিশ ব্যাপক সংঘর্ষ ❑ শতাধিক আহত ❑ গাড়ী ভাঙচুর ❑ টিয়ার গ্যাস-লাঠিচার্জ

- ৩৪ জন গ্রেফতার
- আজ ছাত্র ধর্মঘট
- পরীক্ষা স্থগিত
- হল প্রভোস্টকে অব্যাহতি
- প্রভোস্টসহ ২৮ ছাত্রীর বিরুদ্ধে মামলা

বিশ্ববিদ্যালয় রিপোর্টার ঃ পুলিশ গত মঙ্গলবার গভীর রাতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শামসুন্নাহার হলের ছাত্রীদের ওপর নজিরবিহীন হামলা চালিয়েছে। পুলিশ তাদের ওপর চড়াও হয়ে বেধড়ক লাঠিচার্জ ও অকথ্য নির্যাতন এবং ১৭ জন ছাত্রীকে আটক করে নিয়ে যায় বলে ছাত্রীরা অভিযোগ করে। ছাত্রীদের ওপর পুলিশী হামলার প্রতিবাদে গতকাল (বুধবার) ক্যাম্পাসে বিশ্ববিদ্যালয়ের হাজার হাজার ছাত্র-ছাত্রী ও বিভিন্ন ছাত্র সংগঠনের বিক্ষোভ মিছিলে পুলিশ হামলা চালালে গোটা ক্যাম্পাস রণক্ষেত্রে পরিণত হয়। বিভিন্ন স্থানে ছাত্র-পুলিশ সংঘর্ষ ঘটে। বিক্ষুব্ধ ছাত্র-ছাত্রীদের নিরস্ত করতে পুলিশ ছাত্র-ছাত্রীদের ওপর বেধড়ক লাঠিচার্জ এবং শতাধিক রাউন্ড টিয়ার গ্যাস ও রাবার বুলেট নিক্ষেপ করে। হামলায় কমপক্ষে শতাধিক ছাত্র-ছাত্রী ও দলীয় নেতা-কর্মী কম-বেশী আহত হয়। আহতদের মধ্যে ১৩ জনকে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। আটক করা হয় ১৪ জন ছাত্রকে। ছাত্রলীগের ২০ নেতা-কর্মীকেও পুলিশ গ্রেফতার করে। পুলিশী হামলার প্রতিবাদে সাধারণ ছাত্র-ছাত্রীরা আজ ক্যাম্পাসে সর্বাত্মক ছাত্র ধর্মঘট আহ্বান করেছে। ছাত্রলীগ ও বাম ছাত্র সংগঠনসমূহও ধর্মঘটের প্রতি সমর্থন জানিয়েছে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ বিশ্ববিদ্যালয়ের আজ অনুষ্ঠেয় সকল পরীক্ষা স্থগিত ঘোষণা করেছে।

সংঘর্ষ চলাকালে বিক্ষুব্ধ ছাত্ররা বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিবহন ও প্রাইভেট কার মিলে কমপক্ষে ৩০টি যানবাহন ভাঙচুর করে। একটি বাসে বাম ছাত্র সংগঠনের কর্মীরা অগ্নিসংযোগ করে। কতিপয় ছাত্র কুপিয়ে জখম করে দু'জন ড্রাইভারকে। উদ্ভূত পরিস্থিতিতে ক্যাম্পাস এলাকায় বিডিআর মোতায়েন করা হয়েছে।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ বলছে, শামসুন্নাহার হলের বিদায়ী প্রভোস্ট সুলতানা শফি ছাত্রীদের উস্কিয়ে দিয়ে নানাভাবে প্ররোচিত করে ক্যাম্পাস পরিস্থিতিকে নৈরাজ্যের দিকে ঠেলে দিয়েছেন। ঘটনা তদন্ত করার জন্য কর্তৃপক্ষ সাত সদস্যবিশিষ্ট একটি শক্তিশালী কমিটি গঠন করেছে। উদ্ভূত পরিস্থিতির জন্য ডঃ সুলতানা শফিকে দায়ী করে ভিসি গতকাল সকালে তাকে প্রভোস্টের পদ থেকে অব্যাহতি দিয়ে তদস্থলে নতুন প্রভোস্ট নিযুক্ত করেছেন। ছাত্রদল এ ঘটনার জন্য বিদায়ী প্রভোস্ট ও ছাত্রলীগকে দায়ী করে। ছাত্রলীগ, বাম ছাত্র সংগঠনের জোট গণতান্ত্রিক ছাত্রঐক্য এবং জাসদ ছাত্রলীগ ক্যাম্পাসে সৃষ্ট পরিস্থিতিকে ছাত্র রাজনীতি বন্ধের পাঁয়তারা হিসেবে উল্লেখ করে এ ঘটনার জন্য বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনকে দা[য়ী] করেছে। ছাত্রলীগ ও জাসদ ছাত্রলীগ ছাত্রদলের বিরুদ্ধে তাদের মিছিলে হামলা[র] অভিযোগ আনে।

উদ্ভূত পরিস্থিতি নিয়ে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর সভাপতিত্বে একটি জরুরী সভা অনুষ্ঠিত হয়। শামসুন্নাহার হলের ঘটনার ব্যাপারে শামসুন্নাহার হলের বিদায়ী প্রভোস্টকে প্রধান আসামী করে জনৈক ছাত্রী রমনা থানায় একটি মামলা দায়ের করেছে।

কি ঘটেছিল শামসুন্নাহার হলে

গত মঙ্গলবার বিকেলে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রক্টর শামসুন্নাহার হলের প্রভোস্ট কক্ষের তালা

৭-এর পৃঃ ১-এর কঃ দেখুন